

স্বর্গ নগরীর চাবি

সূচিপত্র

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম ১৭৩, নাচ-খেলা ১৭৪, একটাই তো কবিতা ১৭৪, একটি ঐতিহাসিক চিত্র ১৭৫, প্রথম লাইন ১৮৬, ফিরে এসো ১৮৬, আসলে একটিও ১৮৭, দিন-রাতের মানুষ ১৮৮, কৌতুক ১৮৮, নীরার জন্য ১৮৯, মনে পড়ে ১৮৯, অভিশাপ ১৯০, যোগব্রত ১৯০, অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ১৯২, দূর যাত্রার মাঝপথে ১৯২, ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৩, বুদ্ধের স্মৃতিতে ১৯৬, মানস ভ্রমণ ১৯৭, ফেরা ১৯৮, বন্দী ১৯৮, আগামী পৃথিবীর জন্য ১৯৯, মুক্তি ২০০, দেখা হবে ২০১, কই, কেউ তো ছিল না ২০২, বিক্ষিপ্ত চিন্তা ২০৩, দীর্ঘ অন্ধকার ২০৩, এসো চোখে চোখে ২০৪, সেই সন্ধ্যা ও রাত্রি ২০৪, আলাদা মানুষ ২০৫, বারবার ফিরে আসে ২০৫, প্রতীক জীবন ২০৬, স্পর্শটুকু নাও ২০৬, অচেনা দেবতা ২০৭, তিনটি অনুভব ২০৭, শূন্যে বাজে ২০৮, ঝড় ২০৮

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

বুঝি পাহাড়ের পায়ে পড়ে ছিল নীরব গোধূলি
নারী-কলহাস্য শুনে ভয় পেল ফেরার পাখিরা
পাথরের নিচে জল ঘুমে মগ্ন কয়েকশো বছর
মোষের পিঠের মতো, রাত্রির মেঘের মতো কালো
পাথর গড়িয়ে যায়, লম্বা গাছ শব্দ করে শোয়
একজন ক্ষ্যাপা লোক ঝর্নাটিতে জুতোসুদ্ধ নামে
কেউ কোনো দুঃখ পায় না, চতুর্দিক এমনই স্বাধীন !

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

এই যে সবুজ দেশ, এরও মধ্যে রয়েছে খয়েরি
রূপের পাতলা আভা, তার নিচে গহন গভীর
অ্যালুমিনিয়াম-রঙা রোদ্দুরের বিপুল তাণ্ডব
বনের ভিতরে এত হাসিমুখ ক্ষুধার্ত মানুষ
যে-জন্য এখানে আসা, তার কোনো নাম গন্ধ নেই

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

এখানে ছিল না পথ, আজ থেকে যাত্রা শুরু হলো
একটি সঠিক টিয়া নামটি জানিয়ে উড়ে যায়
বিবর্ণ পাতায় ছোঁয়া ভালোবাসা-বিস্মৃতির খেদ
পা ছড়িয়ে বসে আছে ছাগল-চরানো বোবা ছেলে
উদাসী ছায়ার মধ্যে ভাঙা কাচ, নরম দেশলাই
এই মাত্র ছুটে এল যে-বাতাস তাতে যেন চিরুনির দাঁত

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না...

নাচ-খেলা

পাহাড়ের সানুদেশে জ্বলছে আগুন
এখানে সমস্ত রাত নাচ খেলা হবে
গর্ভবতী মেঘ, আজ এদিকে এসো না !
সারাদিন এলোমেলো পাগলা বাতাসে
উড়েছে অসংখ্য রেণুকণা
যেন এই দুর্দান্ত দাহনে হলো ফুলদের ভালোবাসাবাসি
শুকনো পাতারা সব স্বেচ্ছাসেবকার মতো জড়ো হলো নিচে
চিকন সবুজ আর খয়েরিরা করে নেয় হাস্য-পরিহাস
অতি-কাছে সুদূরকে ডাকে
বিকেল গড়িয়ে যায় দিগন্ত পোড়ানো
মদস্রাবী সায়াহ্নের দিকে
দ্রিদিম দ্রিদিম ধ্বনি তুলে দেয় অমর্ত্যবাসীরা
চোখ-মচকানো আলো খুলে দেয় চাঁদ
গর্ভবতী মেঘ, আজ এদিকে এসো না
ছিঁচকে জোনাকিকুল, আজ ঘোর সন্ধ্যায় দূরে যা !
আগুন জ্বলেছে
আগুনের মুখ থেকে উড়ে আসে ফুল্‌কি যেন খুনখারাবি রং
শরীরে হোরির জামা অনিমন্ত্রিতেরা এসেছে
ঝর্নারি দুধারে যারা বসে আছে সকলের মৃত্যুর মুখোশ
আর কেউ আসুক বা না-আসুক
এখানে সমস্ত রাত নাচ-খেলা হবে ।

একটাই তো কবিতা

একটাই তো কবিতা
লিখতে হবে, লিখে যাচ্ছি সারা জীবন ধরে
আকাশে একটা রক্তের দাগ, সে আমার কবিতা নয়
আমার রাগী মুহূর্ত, আমার ব্যস্ত মুহূর্ত কবিতা থেকে বহুদূরে
সরে যায়
যে দুঃখের যমজ, সে তা সহোদরকে চেনে না

একটাই তো কবিতা লিখতে হবে
অথচ শব্দ তাকে দেখায় না সহস্রার পদ্ম
যজ্ঞ চলেছে সাড়ম্বরে, কিন্তু যাজ্ঞসেনী অজ্ঞাতবাসে
একটাই তো কবিতা
কখন টলমলে শিশিরের শালুক বনে ঝড় উঠবে তার ঠিক নেই
দরজার পাশে মাঝে মাঝে কে যেন এসে দাঁড়ায় মুখ দেখায় না
ভালোবাসার পাশে শুয়ে থাকে হিংস্র একটা নেকড়ে
নদীর ভেতর থেকে উঠে আসে গরম নিশ্বাস
একটাই তো কবিতা লিখতে হবে

অগোছালো কাগজপত্রের মধ্য থেকে উঁকি মারে ব্যর্থতা
অপমান জমতে জমতে পাহাড় হয়, তার ওপর উড়িয়ে দেবার
কথা স্বর্গের পতাকা
শজারুর মতন কাঁটা ফুলিয়ে চলা-ফেরা করতে হয় মানুষের মধ্যে
রাত্রে সিগারেট ধরিয়ে মনে হয়, এ এক ভুল মানুষের জীবন
ভুল মানুষেরা কবিতা লেখে না, তারা অনেক দূরে, অনেক দূরে
যেন বজ্রকীট উল্টো হয়ে পড়ে আছে, এত অসহায়
নতুন ইতিহাসের মধ্যে জড়িয়ে থাকে সম্রাটদের কাঙালপনা
একটাই তো কবিতা, লিখে যাচ্ছি
লিখে যাবো, সারা জীবন ধরে
আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে !

একটি ঐতিহাসিক চিত্র

তাঁতীপাড়ায় পেছন দিকে নাবাল জমি
তার ওপাশে মুসলমানী গ্রাম
ওদের দিকে আকাশটাও অনেকখানি গাঢ়
ওদের ভোর মোরগঝুঁটি, এদিকে ভোর
হাঁসের মতন সাদা
একেক দিন কুয়াশালীন, একেক দিন বৃষ্টি সারাবেলা
এখানে সব নিথর চুপ, ঘাসফড়িং-এর মুখের মতন
কাঁচা-সবুজ শান্ত
এখানে শীত-গ্রীষ্ম আসেন, যেমন আসেন জন্ম এবং মৃত্যু

এবং মাইল পনেরো দূরে আছেন সভ্যতা।

পাট ক্ষেতের সীমানা ঘিরে ছিলেন এক
কূল ভাঙানো নদী
তিনি এখন দেশান্তরে গেছেন
শুকনো খাদ যেন একটা বাঁকা রাস্তা
এখনো তার বুকে মাখানো ছেলেবেলার ধুলো
বুড়ো একটা তেঁতুল গাছ, ঠাকুর্দার মতন যার আঙুল, যার
নিচে দাঁড়ালে সকাল-সন্ধ্যা
লাগে চিরুনি-হাওয়া
প্রাইমারির মাস্টারমশাই ওখানে রোজ ভাঙা-আলোয়
বাড়ি ফেরার পথে থমকে
সাইকেলের বেল বাজিয়ে গুনগুনোন
রামপ্রসাদী গান
রাত্রিবেলা ওখানে কেউ যায় না
রাত্রিবেলা ওখানে তারা আসে
এখানে রাত ইঁদুর-জাগা, এখানে রাত সাত শিয়ালের রা
এখানে ঘুম পরিশ্রমী, ঘুমের বয়েস জাগার চেয়ে বেশি
এখানে সব জন্মবীজ অন্ধকারে এক প্রহরে
নারীরা লুফে নেয়
শেষ রাতের হলুদ চাঁদ দিঘির জলে একলা খেলা করে।

আমাদের এখানো কোনো বিখ্যাত ভাঙা মন্দির নেই
আমাদের ছোট কালী-বাড়িটির ছবি তুলতে কোনো সাহেব
এদিকে আসেননি কখনো
এখানে নেই কোনো বিধ্বস্ত নীলকুঠির অস্তিত্ব
তবু আমাদের এই গ্রামটি ঐতিহাসিক
এক লপ্তের ধান জমিতে রোজ চাষে যান পরাণের দাদামশাই
তাঁর বয়েস তিন হাজার বছরের চেয়ে কিছু বেশি
গৌতম বুদ্ধেরও জন্মের আগে থেকে তিনি
ঐ একই হাল গোরু নিয়ে
মাঠে নামছেন
দুপুরের খাঁ-খাঁ রোদে তিনি আকাশের দিকে তুলে ধরেন
তাঁর ঐতিহ্যময় মুখ

সম্রাট আকবর খাজনা নিয়েছেন ওঁর কাছ থেকে
পৌষের রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে পরাণের দাদামশাই
এখনো ঘুম ভেঙে মাঠে ছুটে গিয়ে
আনন্দে নৃত্য করেন দু'হাত তুলে
আমাদের এখানে সব কিছুই অতি রহস্যময়ভাবে সরল
আমরা কয়লা দেখেছি রামজীবনপুরের হাটে
আমরা সোনা দেখেছি অশ্বিনী মণ্ডলের মেজো মেয়ের
বিয়ের সময়
আমরা মুক্তো দেখেছি ভোরবেলা ঘাসের ডগায়
আমরা হীরে-কুচি দেখেছি শ্যালো টিউবওয়েলের
জলে
রোদের ঝিলিকে
আমরা মরকত মণি দেখেছি আকাশে সূর্য-বিদায়ের
শেষ দৃশ্যে
আমরা ইস্পাত দেখেছি দাঙ্গায়
আমরা বারুদ দেখেছি জমি দখলের লড়াইয়ে।

দিঘিটির জল কুচকুচে কালো, কেউ এর নাম
রাখেনি কাজলা দিঘি
আমরা এখানে বছরের পাট পচাই
আমরা এ-জলে স্নান করি, রাঁধি, খাই
এই জলে ভাসে আমাদের প্রিয় নাম দেওয়া হাঁসগুলো
দিঘিটি বড়ই গম্ভীর, ওর হৃদয়ে রয়েছে সাতটি
আঁধার কুঠুরি
ও এমনই নারী, যারা শুধু নেয় ভালোবাসা, তার
প্রতিদানে কিছু দেয় না
(যেমন কেষ্ট বাড়ুরীর বউ), আমাদের কালো দিঘিটি
বড় বেশি এই জীবনে জড়ানো, এমন তো দিন যায় না যে ওকে
একবারও চোখে দেখি না
শুধু চোখে দেখা, কোনোদিন তবু দেখা তো দিলো না স্বপ্নে!
আমরা স্বপ্নে দেখেছি মাজরা পোকা
আমরা স্বপ্নে দেখেছি খরা ও বন্যা
আমরা স্বপ্নে দেখেছি স্বপন এবং স্বপ্না
কুমার-কুমারী যাত্রায় হাসে কাঁদে

আমরা স্বপ্নে দেখেছি চোরেরা কেটে নিয়ে যায় ধান
স্বপ্নে আমরা চমকে উঠেছি বুঝি-বা দাম পড়ে গেল
আলুর !
হে নিকষ কালো জলভরা দিঘি, এত কাছে তুমি এত নিষ্ঠুর
কখনো স্বপ্নে এলে না ?
মাঠের মধ্যে এক ঢ্যাঙা তালগাছ দম্পতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে
ওখানেই ঘুচুড়ে আর
জিওলকাঠির সীমানা
ঐখানে একদিন এক মনসার জীব দংশেছিল
সনাতন দাসের ছেলে বলাইকে
ঘুচুড়ের দিকটা তখন ফাঁকা, জিওলকাঠির চাষীরা
ছুটে এলো আর্ত রব শুনে
তারা চটপট আঁটন দিয়েছিল তার পায়ে
বলাই জল জল বলে চ্যাঁচালে আজু শেখ ঢেলে দিয়েছিল
তার মুখে পানি
নদাই ঘোষের রায়ত গিয়াসুদ্দিন ছুটে গিয়েছিল
খবর রটাতে
কেউ কেউ বলেছিল, ওঝা
কেউ কেউ বলেছিল, টোটকা
ঝিমিয়ে পড়া চোখ কোনো রকমে খুলে
ইস্কুল ফাইনাল বলাই বলেছিল,
ইঞ্জেকশন !
পীর জাঙ্গাল পেরিয়ে শ্যামনগর, তারপর মানিকচকের খাল
গত বর্ষায় উড়ে গেছে যার সাঁকো
এখন অবশ্য সেখানে হাঁটু জল
তার ওপারে হিঙ্গুলের হেলথ্ সেন্টার
হিঁদু পাড়ার পালকি মেরামত হয়নি এক মাস
মোছলমান পাড়ার ডুলিতে চাপানো হলো
বলাইকে

ও বলাই, বলাই রে, ফিরে আয় বাপ
ও মা মনসা, তোমার পায়ে পড়ি
তোমায় গড়িয়ে দেবো রুপোর মাকড়ি
ওরে বলাই, তুই যে সাত বোনের এক ভাই

তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাই
বলাইকে সাপে কাটলো, তার বৌটা যে পাঁচ মাসের পোয়াতী
ওরে বলাই, ফিরে আয়, সত্যপীরের সিন্নি দেবো,
ফিরে আয়, ফিরে আয়...
ঘুম থেকে তুলে ডাক্তারবাবুকে টেনে আনা হলো
আধো ঘুমন্ত বলাইয়ের সামনে
ডাক্তারবাবু প্রথমে চিৎকার করে বাপ মা তুলে
গালাগালি দিলেন যে কাকে
(বোধহয় ভগবানকে)
তারপর ডাক্তারবাবু বুকের জামা খুলে বললেন, মার,
তোরা মেরে আমার হাড়গোড়
ছাতু কর
এই সেণ্টারের দরজা-জানলা, টেবিল-চেয়ার সব ভেঙেচুরে
সর্বনাশ করে দিয়ে যা
হারামজাদারা, এতদূর দিয়ে এসেছিস, চাষাভুষোর কখনো
ওষুধে রোগ সারে ?
আড়াই মাস কোনো ওষুধ চক্ষেই দেখিনি, যা, এখনো সময় থাকতে
যা
যাজপুরের হেরম্ব গুনিনের কাছে ছুটে যা

এমন কড়া জান বলাইয়ের, তবু সে বেঁচে গেল সে যাত্রায়
তিন বছরে সাতজন মরেছে আল কেউটের বিষে
বলাই মরলো না
এক মাস পর মুন্সীগঞ্জের হাটে আজু শেখের পিঠে
এক প্রকাণ্ড কিল মেরে
বলাই বললো, শালা
মোছলমানের হাতের জল খাইয়ে আমার
জাত মেরে দিইচিস ?
আজু শেখও চটপট জবাব দিলো, মাঠের মধ্যি পানি কোথায়
পাবো রে হারামজাদা
পস্যাব করে দিইচি তোর মুখে !
তারপর দু'জনে কাঁধ ধরাধরি করে ঢুকে গেল
গোদা-পা বিষ্টুর চা-মিষ্টির দোকানে

কে যায় ? ও, পরাণ মণ্ডল,
খবর-টবর কী গো, দাদা ?
খবর ভালো রে ভাই, ছোট মেয়েটার শুধু জ্বর
কে যায় ? ও, সাধনের ছোট ভাইটা নয় ?
খবর-টবর কী রে, হাট থেকে এলি ?
খবর শোনোনি দাদা, আজ থেকে বেড়ে গেল
পাম্পের ভাড়া ?
তাই নাকি ? কত ? কত ?
ডেলি চুয়াল্লিশ
কে যায় ? ও, ফজল মামুদ
খবর-টবর কী গো, মিঞা ?
দিন আনি দিন খাই, খবরের জুতসই মা-বাপ নাই !
কে যায় ? ও, হারু গোলদার
খবর-টবর কী রে, ছোঁড়া ?
জবর খবর আজ, সাত গোলে হেরে গেছে লক্ষ্মীকান্তপুর !
কে যায় ? ও, সহদেবের মা
খবর-টবর কী গো, ভালো ?
ভালো নাকি মন্দ হবে ? চতুর্দ্দিকে যত হিংসুটি !
কে যায় ? ও বাবা, এ যে গোরাই সামন্ত
পেন্নাম, এদিকে কোথা থেকে গেসলেন, জ্যাঠা ?
এলাম সদর থেকে, বলাইকে বলিস আমি মামলা জিতেছি !
কে যায়, খালেদ নাকি ? শোন্ তো এদিকে ভাইডি
শুকনো লঙ্কার দর তেজী না মিয়োনো ?
খবর জানি না, তবে দেখলাম তো বস্তাগুলো
ডাঁই হয়ে আছে !
কে যায় ? ও, বীরেশ্বরদা,
বলাইকে বলে দিও, তার আজ সর্বনাশ হলো !
কে যায় ? ও, রসিক বাবাজী,
খবর-টবর সব ভালো তো গোঁসাই ?
ভালো মন্দ কে কী জানে, রাধেশ্যাম যেমন রাখেন !
কে যায় ? ও, সুবল ভুঁইমালি
খবর-টবর কী রে, ছুটছিস কোথায় ?
খবরের মুখে ইয়ে, আজও হাটে নেই কেরাসিন !

কেরাসিন, কেরাসিন, কেরাসিন
দাও দাদা, দাও কিছু কেরাসিন
ওগো জোতদার দাদা, আমরা তোমার গাধা
জমিজমা নাও বাঁধা
দাও তবু, দাও কিছু কেরাসিন !
ওগো ভোট চাওয়া পার্টি, করে যাও ফোর টোয়েন্টি
যত খুশি
ইল্‌শে গুঁড়ির মতো ছিটে-ফোঁটা দেবে নাকো
কেরাসিন ?
ওরে কেরা কেরা রে, তুই কোথা গেলি রে ?
ওরে সিন সিন রে, তুই বুকের সিনারে
ওরে আমার ভর্তি কেরাসিনের বোতল
তুই আমাদের বাদলা রাতের গন্ধ বকুল
তোর সুবাসে প্রাণের মধ্যে আল কাটা জল
খলখলায়
তুই আমাদের হ্যাংলা মনের পদ্মমধু
তুই আমাদের দিন-ঘুমের হেমামালিনী !
তোকে গলায় জড়িয়ে ধরবো, গরমা গরম চুমো খাবো
তোকে নিয়ে একলা শোবো, আয় !
পাম্প চালানি, কাঠ জ্বালানি, ঘর ভরানি,
ছেলেপুলের বই খোলানি আয় !
কোথায় আলো, কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে কেরোসিন কিছু ঢালো !

আমরা প্রণাম জানাই তাঁকে, যিনি
সৃষ্টি করেছেন ট্রানজিস্টার বেতার
মাত্র দু' বস্তা ধানের বিনিময়ে তিনি আমাদের দিয়েছেন এই
অত্যাশ্চর্য উপহার
পৃথিবী আমাদের খবর রাখে না,
কিন্তু
আমরা জানি
পৃথিবীর হালচাল
আমরা জানি কানপুরের মাঠে সুনীল গাভাসকর
পরপর মেরেছে দু'খানা ছক্কা।

আমরা জানি বিলেতের বিমান বন্দরে সাহেবেরা
ন্যাংটো করে দেখে
আমাদের ভালো ভালো মেয়েছেলেদের
আমরা জানি কলকাতার বস্তির লোকগুলোকে স্বর্গে তুলবার জন্য
দয়ালু লোকেরা খুলছেন ক্লাব
অবাঙালী ছোট লাটসাহেব সেখানে বক্তৃতার
প্রথম দু' লাইন দেন বাংলায় !
আমরা জানি জয়প্রকাশ নারায়ণের ফোঁটা ফোঁটা হিসি
আর ইন্দিরা গান্ধীর বিচার নিয়ে
চলছে খুব
কেরামতি ও ধুন্ধুমার
আমরা জানি আমেরিকার হাসি-খুশি প্রেসিডেন
আরবের মরুভূমিতে যুদ্ধ থামাবার জন্য
কুমীরের মতন কাঁদছেন !
আমিরা জানি ভিয়েতনাম নামে একটা দেশ আছে
যেখানে কোনোদিন যুদ্ধ থামে না
আমরা জানি মরিচঝাঁপির হা-ঘরে বাঙালগুলোকে
তাড়াবার জন্য
সরকার-বাহাদুর নিয়েছেন
উপযুক্ত বন্দোবস্ত
আমরা জানি একটা নদীর বুকে সেতু বানাবার জন্য
কোনো এক বড় মন্ত্রী এসেছেন
শিলান্যাস করতে গতকাল
শিলান্যাস ? প্রাইমারির মাস্টামশাই জানে, ওর মানে পাথর
কপাল, এমন কপাল,এদিকে তেমন একটা নদীও নেই
যার বুকে পাথর ছুঁড়ে খেলতে
দেখবো কোনো মন্ত্রীকে !
সকালবেলা আমাদের মুড়ি-পেঁয়াজ খাওয়ার সময়
চমৎকার গান শোনায় কিশোরকুমার
নিতাই গড়াই এমনই শৌখিন যে বাঁশঝাড়ের পেছনে
জলের গাড়ু নিয়ে যাবার সময় সে অন্য হাতে
ঝুলিয়ে নিয়ে যায় ট্রানজিস্টার
আমরা জানি, রাইটার্স বিল্ডিংস, লালবাজার, লাল
কেল্লা, বিমান বাহিনী,

পনেরোই আগস্ট

খবরের কাগজের
স্বাধীনতা, বিল্লা রঙ্গা, ব্যাঙ্ক-
ডাকাতি, রবি ঠাকুরের
গান, পঞ্চম
বার্ষিকী পরিকল্পনা, রেল, পাতাল
রেল, অ্যাটম
বোমা, নক্সাল ছেলেদের জেল
থেকে ছাড়া পাওয়া,
কলকাতা অন্ধকার, বিবিধ
ভারতীতে আমাদের সমস্ত চোখে-না-দেখা জিনিসের বিজ্ঞাপন
দিল্লিতে আন্তর্জাতিক
শিশুবছরের উদ্বোধন...
এইসব ভালো ভালো জিনিস আছে আমাদের দেশে,
আমরা জানি সব জানি
তবু সন্ধেবেলা মোমবাতির আলোয় তাস খেলার বৈঠকে
কিংবা খুড়ো, আমাদের সব্বাইকার খুড়োর কীর্তনের আসরে
হঠাৎ হাট-ফেরতা কেউ
পটাশ-ভেজালের মতন বিশ্ব চমকানো খবর দিয়ে যায় !
রামজীবনপুরের হাট যেন চাঁদ, আমাদের টানে, টেনে রেখেছে
ঐ চাঁদকে কেন্দ্র করে ঘোরে
ঘুরতে থাকে
আমাদের ছোট ছোট নিয়তির বড় বড় চাকা

হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি যেও নাকো
হরিদাসপুরে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি ঝুলে থাকো
লাউয়ের ডগায়
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি মাসে পাঁচ দিন
কুচো মাছ খেতে ভালোবাসো
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি নিচু মেঘ হও
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি কানু ঘরামিকে
দাও চোখ
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি দুধ হও

চিটে-পড়া ধানে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি
গোপন আগুন হও
সামন্ত জ্যাঠার বড় লোহার সিন্দুকে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি কিছু কম করে দাও
রহমান সাহেবের
পাম্পসেট ভাড়া
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি প্রজাপতিটির দিকে
স্থির চোখে অমন চেও না।
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি যাত্রা দেখে
তাড়াতাড়ি
ফিরে এসো বাড়ি
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি রাগী স্ত্রীলোকের হাতে
কখনো দিও না ফলিডল
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি বাঁজা পেঁপে গাছটিকে
একবার ছোঁও
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি রোগা গোরুটিকে দাও
সহজ নিশ্বাস
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি ইস্কুলের ছেলেদের
মুখে দাও ইস্কুলের ভাষা
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি নীল বিদ্যুতের শিখা
দেখে দুই চোখ মুছে নাও
হে জীবন, হে প্রিয় আমার, তুমি কাছে কাছে থেকো।

আমাদের এখানে কোনো বিখ্যাত ভাঙা মন্দির নেই
এখানে ঘটেনি চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ
বরফ কিংবা মাখন কখনো পদার্পণ করেননি এখানে
তবু আমাদের এই গ্রামটি ঐতিহাসিক
এই টোকো আম, ভূতি কাঁঠাল ও জারুল গাছ ঘেরা
লোকচক্ষুর অগোচর পল্লীটি
ছ'সাতশো মানুষ নিয়ে টিকে আছে
হাজার হাজার বছর
এই মেঠো রাস্তা ধরে হেঁটেছেন আমাদের চতুর্দশ পুরুষ
তেঁতুল গাছতলায় শ্মশানে পুড়েছেন আমাদের

বৃদ্ধ প্রপিতামহ
যে আঁতুড়ঘরে আমাদের পঞ্চম সন্তানটি জন্মালো
ঠিক সেখানেই জন্মেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ
আমাদের শিশুরা মাতৃস্তন্য পান করে না,
তারা নিস্তনী মেয়েদের
বুক কামড়ে কামড়ে খায়
তবু মাতৃ ও ভূমিস্নেহ আমরা পেয়ে যাই উত্তরাধিকার সূত্রে
আমরা সবুজকে হলুদ করি আবার ধূসরকে বলি
সজল হতে
আমরা কেঁচো, গুগ্‌লি, শামুক, ব্যাঙ ও সাপেদের
সামঞ্জস্য ঠিকঠাক রেখে দিয়েছি
আমাদের এখানে নদী নেই, তবু বন্যা এসে যান
সূর্য অতি ক্রুদ্ধ হলে ঢেলে দেন
অতিরিক্ত আগুন
কখনো কখনো হাওয়ায় উড়ে আসে ইস্তাহার
জমিতে প্রোথিত হয় ঝাণ্ডা
আমরা ছেলেবেলার মতন দৌড়োদৌড়ি ও
মারামারির খেলা করি
আবার বিপরীত বাতাসে ভেসে যায় সব কিছু
আমাদের এখানে সব কিছুই, এমনকি ক্ষিদে পর্যন্ত
অত্যন্ত রহস্যময়ভাবে সরল
বীজতলার ওপর লাফালাফি করে গঙ্গাফড়িং
উনুনের ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে কেউ কেউ
গেয়ে ওঠে গান
হাঁসের ডিমের ঝোল রান্না হলে ছোট ছেলেমেয়েরা
মাটি চাপড়ে খলখল করে হাসে
আমরা আকাশকে রেখেছি নীল
আমরা নীলাভ ছায়ার মধ্যে খুঁজে বেড়াই আমাদের ভ্রমর
আমরা আবহমানকালকে 'দাঁড়াও' বলে
থমকে রেখেছি।

প্রথম লাইন

'চক্ষুলজ্জা' শব্দটি লিখে, একটু ভেবে, আবার কেটে দিই
কেন লিখেছিলাম, নিজেই জানি না
তারপর, শুধুই 'চক্ষু' লিখে, একটুক্ষণ থমকে থাকি,
সেটিকে ঘিরে এঁকে দিই একটি দুর্বল ধনুক
যেন কলমে কালি আসছে না, এইভাবে পাতা জোড়া
আঁকাবাঁকা রেখা
নিজের নাম দিয়ে স্বেচ্ছাচার···
তারপর পাতা উল্টে যাই।
পরর পৃষ্ঠার শুভ্র নগ্নতার কাছে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা
যেন আমি বাজবরণ আঠার সঙ্গে কিছু একটা
উপমা খুঁজছি
যেন বিমান-বন্দর নিঃশব্দ, অথচ কারুর আসার কথা
ছিল এই সময়
যেন বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে প্রতিমার রং
পুরোহিত ধরা পড়েছে খুনের দায়ে···
একটুক্ষণ আনমনা
বাইরের কোনো শব্দ মনোযোগ কেড়ে নেয়
হাতের কলম নিজে থেকেই লেখে, 'ভালোবাসা'
আমি তার সঙ্গে 'র' যোগ করি,
নিজের শূন্য বাঁ ও ডান পাশের দিকে
একবার দেখে নিই দ্রুত
কেউ নেই, পৃথিবী সম্পূর্ণ নির্জন
তখন প্রথম লাইনটি লিখতে আমার আর একটুও
অসুবিধে হয় না :
'ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে···'

ফিরে এসো

পবিত্রতা, বেড়াতে গিয়েছো তুমি
কোন্ দূর নির্বাসনে,
কার হাত ধরে ?

হে হিম নিশীথ, হে জ্যোৎস্না
তুমি এমন নিথর কেন
এখনো বোঝোনি ?
হে প্রেম, হে মৃত স্বদেশের ছায়া
হে শূন্য দেয়াল
বাতাস কুড়িয়ে নেয় স্মৃতি-রেণু অন্যমন ধুলো···
পবিত্রতা, বেড়াতে গিয়েছো তুমি
কোন্ দূর নির্বাসনে
কার হাত ধরে ?
ফিরো এসো
স্বর্গ-নগরীর চাবি
নিয়ে ফিরে এসো ।

আসলে একটিও

আসলে একটিও নারী নেই, সবই নারীর আদল
বহু দেখাশুনো হলো, সকলেই দেখার আড়ালে রয়ে গেল
যেন মেদিনীর নিচে অগ্নিকুণ্ড, অন্য কেউ লিখে
রেখে গেছে
এত ভালোবাসাবাসি হলো, শয্যায় বসন্ত-যুদ্ধ
সব কিছু ধুয়ে দেয় স্বপ্নময় সুগন্ধ সাবান
অচেনা প্রান্তর থেকে ফের শুরু, প্রহেলিকা ভেদ করা ভোর
হাসি ও কান্নার বিপরীত, শরীরের সব চেনা,
তবু বালকের মতো অভিমান
কিছুই মেলেনি
সব ছিন্ন ভিন্ন করে যেতে ইচ্ছে হয়, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া
নীরব পাহাড়
শুধু কবিতার শব্দ নির্মাণের জন্য নারী
এ অন্যায় কবিকেও মৃত্যুতে অতৃপ্ত রেখে দেয় !

দিন-রাতের মানুষ

দিনের মানুষ সবাই হলুদ, রাতের মানুষ নীল
দিনের মানুষ বিষম ব্যস্ত, হাত পা বাঁধা
রাতের মানুষ নিজের মধ্যে গোলকধাঁধা
দিন-মানুষের সময় খুচরো টাকায় কেনা
রাত-মানুষের সবই উজাড়, বিষম দেনা
এবং তারা পরস্পররের খুব অচেনা,
এইটুকুই যা মিল !

কৌতুক

মেঘের সুপরামর্শে নাবাল জমিতে রোয়া হলো ইরি ধান
তারপর মেঘ উড়ে চলে গেল সুদূর পশ্চিমে
এ যে কৌতুক, যেন অনন্ত আকাশে এক কণা পরিহাস
সবাই বুঝেছে, শুধু একজন বোঝেনি, সে
শিরীষ গাছের কোলে গালে হাত দিয়ে
বসে আছে—
ক্ষয়াটে পাতলা মুখ, পুরোনো শিশির কাচ-রঙা দুই চোখ
চিবুকে জলপাইরঙা দাড়ি আর হাতে পোড়া বিড়ি
উরুর লুঙ্গিতে দ্রুত হেঁটে আসে প্রতিশোধকামী এক
ক্ষিপ্ত কাঠ-পিঁপড়ে
সেদিকে নজর নেই ওর
অসুস্থ শস্যের দিকে চেয়ে আছে, অথচ সে সসব দেখে না
ঘাসের জটলায় যেন লেখা আছে পাম্পসেট ভাড়া
মাটির গহ্বরে থাকে পটাস, ফসফেট, ফের
মাটি তাই খায়
সকলেই খেতে চায়, যেদিকে তাকাও শুধু পাখির ছানার মতো
উৎকণ্ঠিত হাঁ
পিচ্ করে থুতু ফেলে হঠাৎ লোকটা কেন লাফিয়ে
ঘোরতর যুদ্ধে মেতে ওঠে
বাতাস উদ্দাম হয়ে দেখে সেই দৃশ্য
দূরের দূরবীনে দেখে ঠিক মনে হবে

ওটা কোনো যুদ্ধ নয়, নাচ
মাঠের সৌন্দর্যে এক নৃত্যরত কালের রাখাল।

নীরার জন্য

নীরা, তুমি নাও দুপুরের পরিচ্ছন্নতা
নাও রাত্রির দূরত্ব
তুমি নাও চন্দন বাতাস
নাও নদীতীরের কুমারী মাটির স্নিগ্ধ সারল্য
নাও করতলে লেবু-পাতার গন্ধ
নীরা, তুমি মুখ ফেরাও, তোমার জন্য রেখেছি
বছরের শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত
তুমি নাও পথের ভিখারি বালকের হাসি
নাও দেবদারু পাতার প্রথম সবুজ
নাও কাচ-পোকার চোখের বিস্ময়
নাও একলা বিকেলের ঘূর্ণি বাতাস
নাও বনের মধ্যে মোষের গলার টুংটাং
নাও নীরব অশ্রু
নাও মধ্যরাতে ঘুমভাঙা একাকিত্ব
নীরা, তোমার মাথায় ঝরে পড়ুক
কুয়াশা-মাখা শিউলি
তোমার জন্য শিস দিক একটি রাতপাখি
পৃথিবী থেকে সব সুন্দর যদি লুপ্ত হয়ে যায়
তবু, ওরে বালিকা, তোর জন্য আমি এই সব
রেখে যেতে চাই।

মনে পড়ে

মনে পড়ে সেই গান
নিরঞ্জনা নদী-তীরে এপারে ওপারে
সেই সুখ এপারে ওপারে নিরঞ্জনা নদী-তীরে মনে পড়ে
পাতা-ছোঁয়া জল, চাপা জ্যোৎস্না, সেই প্রিয় অলীকের ছবি

মনে পড়ে, এই জন্মে, নিরঞ্জনা নদী-তীরে
এপারে ওপারে, মনে পড়ে ;
সেই ভাঙা ভাঙা হাসি মনে পড়ে, এ রকম পার্থিব নিশীথে ?

অভিশাপ

তুমি তো আনন্দে আছো, তোমার আনন্দ
অন্য বর্ণ
নিরন্তর পাশা খেলা, মাঝে মাঝে শোনা যায় হাসি
তোমাকে দেখে না কেউ, এত গুপ্ত
অন্তরীক্ষবাসী
মনে হয় ।

প্রতিটি জয়ের পর আবার নতুন খেলা
এতো বেশি লোভ ?
তুমি কতদূরে যাবে ? কতো দূরে যাবে ?

দুঃখকে চেনো না তুমি, তোমার দুঃখের
অন্য বর্ণ
মানুষকে ছোট করো, মানুষকে পিঁপড়ে করে মারো
দুর্দিনের সওদাগর, সিন্দুকের মধ্যে তুমি ভরে রাখো
হাজার অসুখ
দ্রব্য থেকে কেড়ে নাও দ্রব্যগুণ
এত অহংকার
আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি হেরে যাবে,
তুমি ঠিক নিজের কাছেই হেরে যাবে !

যোগব্রত

সে চেনা রাস্তা পছন্দ করতো না
সে প্রায়ই আলোকিত পথ ছেড়ে
ছুটে যেত ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে

রক্ষাকালীর পুজোর রাত্রে মুলুটিতে সে এমনভাবেই দৌড়েছিল
যে সে শিখেছে তিরস্কারিণী বিদ্যে
অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে
দু' পাশে নিচু ধান ক্ষেত
সাপের ভয়ে চমকানো আমাদের মুখ
মাথার ওপরের আকাশ মুছে নিয়েছে পৃথিবীকে
কেউ কেউ তার নাম ধরে ডাকলো, কেউ কেউ নিজের নাম ধরে
তারপর কেউ একজন মহাদেব কিংবা চণ্ডালের মতন
ভিজে মাটি থেকে তুলে এনেছিল
তার নিথর উষ্ণ শরীর

একবার সে এক দুর্দান্ত বৃষ্টিভরা রাতে
অমনোনীত করলো সঙ্গী সাথী পথ
শহরকে গ্রাম ভেবে সে চলে গেল নদীর দিকে
খালি রিক্‌শার ওপর পড়ে রইলো এক জোড়া চটি
শহরের দক্ষিণে সে পেয়েছিল বাল্যকাল
শহরের উত্তরে স্বর্গ

একবার চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে সে ছুটে গিয়েছিল
পাহাড়ের দিকে
আর একবার সে ভাঙা প্রাসাদ দেখার জন্য গিয়েছিল সমুদ্রে
অরণ্য ছিল তার খুব প্রিয়, মানুষজন ছেড়ে
বিকেলের দিকে প্রায়ই সে চলে যেত বনে জঙ্গলে
স্নেহ মমতার কাঙাল হয়ে বারবার সে নিজের কাছে ফিরে এসেছে
আমরা জানতাম সে ফিরে আসবে
ফিরে এসে সে ভালোবাসার জন্য গর্জন করবে
হঠাৎ কি সে তিরস্কারিণী বিদ্যে ভুলে গেল
অদৃশ্য থেকে আর দৃশ্যমান হলো না।

অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত

বাঁধের উপর বসে রয়েছে একজন মানুষ
হাঁটুতে মুখ গুঁজে
ঋষিরা তার নাম দিয়েছিল অমৃতের সন্তান
দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চমকাচ্ছে রোদ
আকাশ বর্ণহীন
নদীর যৌবন নেই, দেখা যাচ্ছে তার কালো, নরম তলপেট
আধপাকা ধান এলিয়ে আছে মাঠে
তিল ক্ষেতে থক্‌থক্ করছে শোঁয়া পোকা
এ-সবকিছুরই মাঝখানে বসে আছে সেই অমৃতের সন্তান
তার মুখ তেতো
তার সন্ততিরা গড়াচ্ছে ধুলোয়
তার বীর্যধারিণী খুঁড়ছে কচু গাছের মূল
বৈশাখ মাসের সাত তারিখটি খলিসপুর গ্রামের
সবচেয়ে উঁচু তেঁতুল গাছটায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে
ব্রহ্মদৈত্যের মতন
বিশ্বসংসারে কিছুই থেমে নেই
বিমান উড়ছে
ইথারে ভাসছে সঙ্গীত
নববর্ষের প্রভাতফেরী, কবির জন্মদিনে উন্মাদনা
জলভরা মেঘ শুধু নিরুদ্দেশ
অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত নামের পাড়াগাঁগুলোয়
বাঁধের ওপর বসে আছে বিষণ্ণ মানুষ
তারা কিছু খায়নি, তারা কিছু খায়নি, তারা সারাদিন
কিছু খায়নি।

দূর যাত্রার মাঝপথে

পঁচিশ বছর আগে কোনো এক কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচের
সাদা বাড়িতে আমি থাকতাম।
রেলওয়ে ক্রীপার জড়ানো কঞ্চির বেড়া দেওয়া এক-চিলতে বাগান,
মনে আছে, সব মনে আছে।

বসবার ঘরের দেয়ালে অসংখ্য পেরেক, ক্যালেণ্ডার বা ছবির
তেমন আধিক্য ছিল না
আমার ছোট কাকীমা লাল আকাশের নিচে প্রথম এসেছিলেন
সন্ধেবেলা সেই সাদা রঙের বাড়িতে

পঁচিশ বছরের ঘূর্ণিঝড়ে বদলে গেছে সব পুরোনো স্থান কাল পাত্র
বুড়ো হয়ে গেছে গাছ, বুড়ি হয়েছে নদী
দিগন্ত নিয়ে যারা খেলা করতে ভালোবাসতো, তারা অনেকেই
আজ চলে গেছে দিগন্তের ওপারে
দূর যাত্রার মাঝপথে থমকে গিয়ে আগন্তুক আমি হঠাৎ
দেখি, সেই সাদা বাড়িটির ঝুল বারান্দায়
ঠিক পঁচিশ বছর আগেকার লাল রঙের আকাশকে ঘোমটা করে
আমার তরুণী ছোট কাকীমা প্রথম দিনটিতে হাসছেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
নিঃশব্দ রাত্রির দেশ, তার ওপরে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ
অদূরে খাজুরাহো মন্দিরের চূড়া
মিথুন মূর্তিগুলো দেয়াল ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠেছে আকাশে
নীল মখমলে শুয়ে নক্ষত্রদের মধ্যে চলেছে শারীরিক প্রেম
আমি যে-কোনো দিকে যেতে পারি
অথচ আমার কোনো দিক নেই!

ভারতরর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম'
সেই দিনটি ছিল বর্ষণসিক্ত
মাঝে মাঝে এমন হয়, আকাশ নিচে নেমে আসে
গাছগুলি দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে, এসো, এসো
বোঝা যায় এখন এই পৃথিবী মানুষের জন্য নয়
বস্তু বিশ্বের মধ্যে রয়েছে গহন কোনো বাণী
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে পায়ের তলার মাটি
এই রকম সময়ে দিক ঠিক করা সহজ নয়
আমি পা বাড়িয়ে থাকি,

কিন্তু কোন্ দিকে যাবো জানি না।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
দিঘির জলে ভাসছে গোলাপি শাড়ি পরা বধূটির শব
তার পায়ের আলতা ধুয়ে যায়নি
তার হাত ভর্তি সবুজ কাচের চুড়ি
তার ওষ্ঠ ও অধর তীব্র বিষের দাহে নীল
যারা সহজে চিৎকার করে তারাও চারদিকে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ
যারা অপরের হাতে নিহত হবার জন্য প্রস্তুত
তারাও আজ একটু একটু খুনী

এই দিঘির কাছে সে প্রত্যেকদিন তার মনের কথা বলতে আসতো
তার তীব্র দুঃখ ছিল না, তার তীব্র সুখ ছিল না
সে শুধু চেয়েছিল মাঝারি ধরনের বেঁচে থাকতে
একটা কোনো জায়গা থেকে তো তার মৃত্যুর জন্য
উত্তর খুঁজে আনতে হবে
কোন্ দিকে ? কোন্ দিকে ?

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপরে দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
ঝাঁসী, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, কানপুর, এলাহাবাদ
বিভিন্নমুখী বাস গোল হয়ে ঘিরে ফোঁস ফোঁস করছে
যে-কোনো একটায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেই হয়
কিন্তু কেন আমি নাগপুর না গিয়ে এলাহাবাদ যাবো না
অথবা হায়দ্রাবাদ না গিয়ে ঝাঁসী না যাবার কোন্ যুক্তি আছে
ঠিক এক জায়গাতেই যাওয়ার গাড়ি-ভাড়া
আমাকে একবারের বেশি দু'বার সুযোগ দেওয়া হবে না
আমাকে পাঠানো হয়েছে মাত্র একটি জীবন কাটাবার জন্য
একটি জেলখানা থেকে বেরিয়ে শুধু একদিকে যাবার মুক্তি
চোখ বুজে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে শুধু একটি কাগজের টুকরো
আমি চোখ বুজলাম
এইরকম সময়ে মানুষ চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে
এবং বৃক্ষের মতন স্থাণু হয়।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম

চতুর্দিকে সব কিছুই অচেনা
দু'দিক দিয়ে মানুষ আসে যায়, কেউ থামে না
কেউ চোখের দিকে চোখ ফেলে না
কেউ আমার কথা বোঝে না, আমি কারুর কথা বুঝি না
কারুর হাতে উজ্জ্বল নীল রঙের বল, কারুর হাতে পাংশু রঙের থালা
কেউ মুঠো মুঠো বাতাস খায়, কেউ অ্যালকহল দিয়ে দাঁত মাজে
জীবন্ত যুবতীর বুকে শকুন এসে ঠোকরায়, তারা হাসে,
শিশু এসে মায়ের আদর কাড়তে চাইলে মা কাঁদে
পোশাকের দোকানে মানুষ ঝুলছে, অপর মানুষের কোনো পোশাক নেই
মাংসের দোকানে মানুষ ঝুলছে, অপর মানুষের কোনো মাংস নেই
এই ঘোর অচেনা রাজ্যে আমি একটু দাঁড়াবারও জায়গা পাই না
আমি কি এখানকার কেউ নয়
এ আমার দেশ, এ আমার দেশ বলে চিৎকার করে উঠি
কর্ণপাত করে না একজনও
এমনকি আমার দেশও কোনো উত্তর দেয় না !

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
একটি ঠিকানাহীন চিঠি এসেছে, আমার যেতে হবে
যেমন ভাবে মৃত্যুর নির্ভুল চিঠি আসে
কিন্তু মৃত্যু কারুর জন্য অপেক্ষা করে না, আমার জন্য
একজন প্রতীক্ষায় বসে আছে
সে কোথায় জানি না, সে কি সমুদ্র কিনারে
কিংবা হিমালয়ের মর্ম ছায়ায়
সে কি বন্যায় ধুয়ে যাওয়া মাটির ওপর নতুন পলিতে দাঁড়িয়ে আছে
সে কি শুকনো জিভ বার করে ক্লান্ত জঙ্গলের মধ্যে একাকী শয়ান
সে কি কোনো বিশাল প্লাটফর্মের পাশের জটলার মধ্যে
বসে আছে জানু পেতে
সে আমার ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া সঙ্গী
সে আমার বড় বড় চোখ
বিস্ময়ের বিমূর্ত ছেলেবেলা
আমি মানচিত্রের গলিঘুঁজির মধ্যে ছোটাছুটি করি
আমায় যেতে হবে, যেতে হবে !

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি

সেই ধানক্ষেতের জায়গায় এখন ধানক্ষেত নেই
সেই নদীর ভিতরে নেই নদী
নগর উড়ে গেছে শূন্যে, সেখানে সব ছাদ-খোলা মানুষ
সেই একই মানুষের মধ্যে অন্য মানুষ
রক্ত ছড়ানো গোধূলি আকাশের নিচে এক অলীক দেশ
একদিন যারা অনুসরণকারী ছিল
আজ তারাই পলাতক
মহাকূর্মের পিঠে এক অন্ধ লিখে যাচ্ছে ইতিহাস
এক জননী তার প্রতিটি সন্তানের জন্য
একটি করে মুর্গীর ডিমও প্রসব করতে পারেনি, এই তার খেদ
যেখানে স্থাপত্য ছিল, সেখানে আজ সুড়ঙ্গ
যেখানেই যাই, সেখানেই শুনি এখানে নয়, এখানে নয়
অথচ কোথাও তো হৃদয় থাকবে এবং তার মধ্যে ভালোবাসা
বিজন নদীর ধার দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি
উৎস কিংবা মোহনার দিকে !

বুদ্ধের স্মৃতিতে

অঙ্গুলিমাল, তুমি স্থির হও !
তুমি লোভের তাড়নায় ছুটছো,
আসলে এই নির্লোভ পৃথিবী সব সময় ধাবমান !
অঙ্গুলিমাল, তুমি আমায় ধরতে চাও
আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।
অঙ্গুলিমাল, তোমার ব্যস্ততায় তুমি অনড়
তুমি পথকে একা অবরোধ করতে চেয়েছিলে
অথচ সমস্ত পথই পথিকের
তুমি কাছে এসো, আমি তোমার জন্য
প্রতীক্ষায় আছি।

যুগ ঘুরে যায়, মানুষের পোশাক বদল হয়
মানুষের বাসনা তবু ভুল হাওয়ায়
ওড়াওড়ি করে।
শৈশবের পবিত্রতা হারিয়ে যায় রুক্ষ প্রৌঢ়ত্বে

আদর্শের ছদ্মবেশ পরে পাশব স্বার্থ
অসংখ্য অঙ্গুলিমাল হিংস্র লোভ নিয়ে
ওৎ পেতে আছে
বিভিন্ন পথের কোণে কোণে
তবুও সহসা চোখে ভাসে সেই সর্বত্যাগী
যুবরাজের মূর্তি
ধীর শান্ত পদক্ষেপে তিনি একা একা চলেছেন
জগতের সমস্ত অঙ্গুলিমালদের তিনি ডেকে বলছেন,
কাছে এসো।

মানস ভ্রমণ

ইচ্ছে তো হয় সারাটা জীবন
এই পৃথিবীকে
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে যাই দুই
পায়ে হেঁটে হেঁটে
অথবা বিমানে ; কিংবা কি নেবে
লোহা শুঁয়ো পোকা ?
অথবা সওদাগরের নৌকো, যার গলুয়ের
দু'পাশে দু'খানি
রঙিন চক্ষু, অথবা তীর্থ যাত্রীদলের, সার্থবাহের
সঙ্গী হবো কি ?

চৌকো পাহাড়, গোল অরণ্য মায়ার আঙুলে হাতছানির দেয়
লাল সমুদ্র, নীল মরুভূমি, অচেনা দেশের
হলুদ আকাশ
সূর্য ও চাঁদ দিক বদলায় এমন গহন
আমায় ডেকেছে
কিছু ছাড়বো না, আমি ঠিক জানি গোটা দুনিয়াটা
আমার মথুরা
জলের লেখায় আমি লিখে যাবো এই গ্রন্থটির
তন্নতন্ন
মানস ভ্রমণ।

ফেরা

পাহাড় চুড়োয় গড়িয়ে গেল শীতের দুঃখী
বেলা
আমার হলো না আর ফেরা আমার হলো না আর
ফেরা
একলা এক ঘুঘু পাখির নিরুদ্দেশের
মতন
আমার জব্দ হলো ভ্রমণ আমার শব্দ থেমে
গেল
যেন জলের গভীর থেকে দাঁড়ালো এক
স্তম্ভ
আমার মর্ম জুড়ে ছেলেবেলার বর্ণ এবং গন্ধ ছুটে
এলো
ভালোবাসার পিঁপড়েগুলো পোশাক ঢেকে
রাখে
আমার সারা শরীরে সুচ আমার দেখা হলো না
কিছু
রোদের তলায় জ্যোৎস্না ছিল মাটির নিচে
আগুন
আমার লোভের মধ্যে বিষাদ আমার জয়ের মধ্যে
ধুলো
চক্ষে ছিল আঁধার খনি, পায়ের নোখে বিষ
আমার হলো না আর ফেরা আমার হলো না আর
ফেরা।

বন্দী

বাইরে খেলায় মেতেছিল যারা
তারাই আমাকে ছি ছি করে গেল
আমার দু'হাতে শিকল
আমাকে বলল সবাই
—কতকাল তুমি বিকেল দেখনি ?

নারীর হাস্যে আকাশে ছড়ালো ফিকে লাল রং
বন্ধুরা সব নানা উৎসবে মেতে আছে আজ
অথচ আমার দু'হাতে শিকল
আমাকে বলল সবাই
—কতকাল তুমি বিকেল দেখনি ?

হাওয়ায় রয়েছে বারুদগন্ধ, কোথায় এখনও যুদ্ধে চলেছে
অথচ বাইরে সকলেই সুখী, সবারই জামায় আতর গন্ধ
প্রণয়মুগ্ধ শরীর ডুবেছে ঝর্নার জলে
শিশুকে আদর, ছবি ছবি খেলা সকলই রয়েছে

অথচ আমার দু'হাতে শিকল
আমি শুধু এক শাস্তিকালীন বন্দীর মতো
ঘরের দেওয়াল ছোট হয়ে আসে
ঘোর হয়ে আসে নীরব নীলিমা
আমাকে বলল সবাই
—কতদিন তুমি বিকেল দেখনি ?

আগামী পৃথিবীর জন্য

আমরা জানি না
এক শতাব্দী পরেও এ-পৃথিবী বেঁচে থাকবে কি না
আমরা জানি না
মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে কি না শেষতম জীবন
আমরা জানি না
সমস্ত সীমাই একদিন হবে কি না হিরোসিমা
আমরা জানি না
হিমালয় আবার ডুব দেবে কি না টেথিস সাগরে
আমরা জানি না
আমাদের সকলেরই নোখ হয়ে যাবে কি না ধারালো ছুরি
আমরা জানি না
ভালোবাসার কথা শুনলেই সবাই বধির ও অন্ধ হয়ে যাবে কি না
আমরা জানি না

মুক্তি শব্দটি শুধু লেখা থাকবে কি না ইতিহাসের পাতায়
আমরা জানি না
ইতিহাস রচনার জন্য থাকবে কি না কোনো ঐতিহাসিক
আমরা জানি না
একদিন শেষ হয়ে হয়ে যাবে কি না সব প্রশ্ন
তবু আমরা এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যাবো
আমরা আগামী পৃথিবীর জন্য দিয়ে যাবো আমাদের ঘাম ও অশ্রু
আমরা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাবো অন্তত একটি স্বপ্নের উপহার।

মুক্তি

পুরনো জন্মের দিকে দৃষ্টিপাতে হয়তো ভয় পাবো···
একদিন ছিলাম আমি হিংস্র ঊর্ণনাভ অন্ধকারে
হাজার বাসনাসূত্রে, আর বারে বারে লোভী চোখে
মরেছি অনেক মৃত্যু—স্মৃতির নরকে বহুকাল।
মনে পড়ে অরণ্যের আশ্চর্য বিশাল বনস্পতি
আমার আশ্রয় ছিল, স্ত্রী পুত্র সন্ততি দুঃখ সুখ
শাখার নির্ভরে ঢেকে দুঃসাহসে বুক ভরে নিয়ে
বহু রাত্রি পাহারায় দু' চক্ষু শানিয়ে জেগে জেগে
নিশ্বাস নিয়েছি বুকে।

নিশ্বাসে আগুন ছিল, চোখের সম্মুখে কতবার
হা-হা-শব্দে জ্বলে উঠল বাল্য সারাৎসার প্রিয় স্মৃতি
ফেরারী মায়াবী সুখ, প্রেম, পুণ্য, প্রীতি, অহঙ্কার
এইসবই শৃঙ্খল যেন, ভেঙে যায় বার বার গড়ে,
আমার পৃথিবী ঘিরে
ঈশ্বরের পুত্র নই তবু ফিরে ফিরে আসি আমি
দ্বিতীয় ঈশ্বর সেজে, বিভ্রমবিলাসী অন্ধকীট
যে বিশ্বাসে ধরতে চায় সূর্যের কিরীট, তীক্ষ্ণ আলো
আমি সেই বিশ্বাসের সূচীমুখ, নিষ্ঠুর ধারালো স্বাদ নিতে
মৃত্যু নিয়ে খেলা করি এই পৃথিবীতে বহুবার।

প্রতি নেত্রপাত যেন নতুন জন্মের কথা বলে

ধমনীতে রক্তস্রোত উন্মত্ত কল্লোলে বলে যায়
ফিরে আসবো হে মরুৎ, ভুলো না আমায়, হে শূন্যতা-
হে যৌবন, হে রমণী,—অবাচীন কথা বলে যাবে
প্রগল্‌ভ কালের মূর্তি, ক্রমাগত গোপনে পালাবে চুরি করে
জীবনের সীমাচিহ্ন, জাল কণ্ঠস্বরে প্রিয় নামে
ডাক দেবে, তুচ্ছ করো : যেন নীল খামে মিথ্যে চিঠি
নামহীন কেউ লেখে, ভুল ট্রেন সিটি দিয়ে যায়···

আমার অনেক জন্ম, আসলে তো কোনোদিনই মৃত্যুকে দেখিনি
অসংখ্য ছবির মালা যে মায়াবিনী দুরাশায়
ফোটায় স্মৃতির ফুল। ক্রমে বেড়ে যায় রক্তঋণ
পুরুষের চক্ষে জ্বলে ধারালো সঙ্গিন, রমণীর
বক্ষযুগে স্তন্য ক্ষরে, আমার শরীর টুকরো হয়
রক্তস্রোত এক থাকে, দু'হাতে সময় নিঃস্ব করি।

দু'হাতে, শরীরে আমি এই পৃথিবীর সব চাই
অথচ হৃদয় ছিল মুমুক্ষুর
অথচ জয়ের মধ্যে মিশে আছে শোক।

দেখা হবে

রাত্রির সমুদ্রতীরে দেখা হবে রাত্রির সমুদ্র
আর কিছু নয়
জলের কিনার ঘেঁষে জলের গভীর মর্ম ছুঁয়ে
বসে থাকা হবে
শব্দ দেবে প্রতিচ্ছবি বর্ণ দেবে নিবিড় বন্ধুত্ব
স্বপ্নে যে রকম
নীলের সাম্রাজ্যে বাঁধ ভেঙেছে জ্যোৎস্নার অকস্মাৎ
ছুটে গেছে রথ
ঢেউগুলি ক্রমাগত যে স্তব্ধতার ঐকতান
যেমন মেঘেরা
বালির উপর ইচ্ছে হলে অনায়াসে শুয়ে পড়া
ডান পাশ ফিরে
মনে থাকে যেন শুধু ডান পাশ বালির ওপরে

খোলা চুলে হাত
চোখের ওপরে চোখ নক্ষত্রেরা শূন্যে ঝাঁপ দেবে
পৃথিবীরও নিচে
কিছু না বলার ভাষা, গরম ওষ্ঠের শিলালেখ
ঠিক সে সময়
রাত্রির সমুদ্র হবে সশরীর রাত্রির সমুদ্র
হবে, দেখা হবে।

কই, কেউ তো ছিল না

কেউ কেউ ভালোবাসে ভুল করে, কেউ কেউ ভালোই বাসে না
কেউ কেউ চতুরতা দিয়ে খায় পৃথিবীকে, কেউ কেউ বেলা যায়,
ফিরেও আসে না।

ওপরে চাঁদের কাছে মেঘ জমে পাহাড়ের মেষ তৃণে আগুন
লেগেছে
যাদের বাঁচার কথা ছিল, নেই, ভুল মানুষেরা আছে বেঁচে।

স্বপ্ন বারবার ভাঙে, তবু ফের স্বপ্ন উপাদান দেয় অচেনা নারীরা
তাদের গলায় দোলে রক্তমাখা অত্যুজ্জ্বল ধাতুমালা, পান্না কিংবা
হীরা!

আমার যা ভালোবাসা, কাঙালের ভালোবাসা, এর কোনো মূল্য
আছে নাকি?
এ যেন জলের ঝারি, কেউ দেখা দেবে বলে হঠাৎ মিলিয়ে যায়
বাবলা কাঁটার ঝোপে
যেমন জোনাকি!

সুধা ভ্রমে বিষ খাই, বিষ এত মিষ্টি বুঝি? তবে যে সকলে
বলো লোনা?
আমাকে মৃত্যুর হাতে ফেলে ওরা চলে যায়, বারবার
ওরা মানে কারা?
কই, কেউ তো ছিলো না!

বিক্ষিপ্ত চিন্তা

এক

আমার নরক সত্যিই ভালো লাগে না। আমি স্বর্গে ফিরে আসতে চাই।

দুই

এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গার নাম ধলভূমগড়। সেখানে যে যায়নি, সে পূর্ণ মানুষ নয়।

তিন

নারীর অস্থিরতায় হাত রেখে জিভ ছোঁয়ালে পৃথিবী কাঁপে।
আমার পৃথিবী নয়, সেই নারীর পৃথিবী নয়, অলীক ব্রহ্মাণ্ড!
ঘোর অমাবস্যার রাতে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা অনেকটা, না
মরে মৃত্যুর স্বাদ পাবার মতন।

চার

একথা সত্যি, আমরা অনেকেই শ্মশানে অনেক রাত ঘুমিয়ে এসেছি।

পাঁচ

জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের মুখে একজন অন্ধ ভিখারী এক পয়সা ভিক্ষের
বিনিময়ে অমরত্ব দেয়। যার যার অমরত্ব দরকার ওর কাছ থেকে ঘুরে
আসুক।

ছয়

সব দুঃখ পবিত্র নয়, সব স্বপ্ন অপরকে জানাবার মতো নয়, সব রাস্তা
রোমে যায় না, সব প্রেম নারীর প্রতি নয়, সব সাদা কাগজই মলিন হতে
চায় না, সব জানালা খোলা সম্ভব নয়, সব কবিই বিশ্বাসঘাতক নয়।

দীর্ঘ অন্ধকার

দেখ, অন্ধকারে শুয়ে কী বিশাল দিগন্ত মরাল
আমি আসি আলো সাঁতরে, নদীতীরে বিষণ্ণ ধীবর
জাল ফেলে একা, ক্লান্ত, ভয় দেখায় নিশীথ কঙ্কাল
তুমি এসে ডাক দাও, আলিঙ্গনে সৃষ্টি করো ঘর।

বৃষ্টির অজস্র বিন্দু নেমে এসে দিগন্তেরও আনুক সীমানা।
তোমার স্বপ্নের মুখে মুখ রাখলে হাত দেখিয়ে হাসবে দুশো লোক
এরা সব চির-বৃদ্ধ, কালো-ওষ্ঠ, উচ্চনাশা-প্রাণী

ওরা চোখ খুলে থাক, আমাদের অন্ধকার দীর্ঘতর হোক,
দ্বিতীয় জন্মের আগে শিশু হয়ে পৃথিবীকে দেবো হাতছানি।

এসো চোখে চোখে

ভালোবাসা গেছে সুদূর মানস হ্রদে
ভালোবাসা গেছে পাহাড় ডিঙিয়ে পাহাড়ে
ভালোবাসা গেছে বৈশাখী রাতে নীরব নিথর জলে
ভালোবাসা যায় ছায়ার অন্বেষণে।

ভালোবাসা বড় ব্যস্ত ভ্রমণকারী
পায়ের তলায় চাকা, দুটি হাত ডানা
চোখের নিমেষে চোখের আড়াল
হঠাৎ ছদ্মবেশী
শরীর ছাড়িয়ে উঠে যেতে চায় শূন্যে !

ভালোবাসা, তুমি এসো এই শিলাসনে
মাথার ওপরে পারিজাত তরুছায়া
এখানে ঈর্ষা, মান-অভিমান আজও পথ খুঁজে পায়নি
এসো চোখে চোখে শেষতম কথা বলি !

সেই সন্ধ্যা ও রাত্রি

আমার চুলে এখনো মাখা লাল রঙের ধুলো
মনে পড়ে না প্রিয় গোধূলি ? নিশ্বাসে সেই হাওয়া
শূন্য মাঠ দু'পাশ দিয়ে ছড়িয়ে আছে
কাশ বনের ছবি-ফোটানো আকাশ
ঠিক সেদিন আমি পেয়েছি মাটির সঙ্গে
সহবাসের সুখ !

সমস্ত রাত উথাল পাথাল
বুকের মধ্যে পাগল পাগল খুশি
এদিকে যাই ওদিকে যাই সবাই চেনা

সমস্ত গান আমার এত আপন !
যেন আমার প্রবাস থেকে বাড়িতে ফেরা
এক জীবন পরে
তাঁবুর পাশে আধ ঘুমন্ত আগুন আর
ঝিঁক চোখের মানুষ
নারীর মতন অন্ধকার একটু দূরে হাতছানিতে ডাকলো
সেদিন আমি পেয়েছিলাম শরীরময়
শ্রেষ্ঠতম সুন্দরের সহবাসের সুখ !

আলাদা মানুষ

এসো, আলাদা মানুষ হয়ে যাই
এসো, সকলকে ডেকে বলি, আমাদের চিনতে পারো কি ?
বহু ব্যবহৃত এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি এক বিষম অচেনা
আবার নতুন করে লেখা হবে সব
সব দৃশ্যপট বদলে নতুন উৎসব শুরু হবে
এসো, অন্য মানুষ হয়ে যাই

এই নদী, এই মাটি বড় প্রিয় ছিল
এই মেঘ, এই রৌদ্র, এই বাতাসের উপভোগ
আমরা অনেক দূরে সরে গেছি, কে কোথায় আছি ?
আমরা সুখের কাছে ঋণী, আমরা দুঃখের কাছে ঋণী
এসো, সব ঋণ বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে যাই
এসো, আলাদা মানুষ হয়ে যাই।

বারবার ফিরে আসে

বারবার ফিরে আসে, কবিতা, কখনো অসময়ে
ফিরে তাকাবার মতো মুখ নেই
এমন ভিড়ের মধ্যে, অসম্ভব হৈ হট্টগোলে
বারবার ফিরে আসে, কবিতা যখন অন্যমনে
আর সবকিছু দেখি, ওকেই দেখি না

চতুর্দিকে এত হাত, চতুর্দিকে এত বেশি চোখ
ঘূর্ণিঝড়ে শুকনো পাতা আমার অস্তিত্ব
সব কিছু কাছাকাছি, সব কিছু বড় বেশি দূরে
শুধু সে কখন আসে, চলে যায়, বুক চাপা দুঃখ জমে
দুঃখের পাহাড় !

প্রতীক জীবন

প্রতীকের মরুভূমি পায় না কখনো মরূদ্যান
যেমন নারীর নেই আঙুলের ব্যথা কবিতায়
আমার সমুদ্র নেই বিছানায়, শিয়রের কাছে
শান্ত মেঘ
কবিতায় আছে।

বিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি ভেঙেছিল ঘুম
গ্রাম্য সোঁদা গন্ধ মাখা ক্ষ্যাপাটে কৈশোর
কেটেছে বাসনা ক্ষুব্ধ মুখ চোরা দিন, প্রতিদিন
অথচ অক্ষরে,শব্দ, ছন্দ মিলে তীব্র প্রতিশোধ
না-পাওয়া নারীর রূপে অবগাহনের উন্মত্ততা
প্রতীক জীবন, নেই মরূদ্যান, জ্যোৎস্নার সমুদ্র, নেই
শিয়রের কাছে শান্ত মেঘ—
কবিতায় আছে।

স্পর্শটুকু নাও

স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ
ছেঁড়া পৃষ্ঠা উড়ে যায়, না লেখা পৃষ্ঠাও কিছু ওড়ে
হিমাদ্রি-শিখর থেকে ঝুঁকে জলপ্রপাতের সবই আছে
শুধু যেন শব্দরাশি নেই
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ

ভোর আনে শালিকেরা, কোকিল ঘুমন্ত, আর

জেগে আছে দেবদারু বন
নীলিমার হিম থেকে খসে যায় রূপের কিরীট
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ

বেলা গেল, শোনোনি কি ছেলেমানুষীর কোনো
ভুল করা ডাক ?
এপারে মৃত্যুর হাতছানি আর অন্য পারে
অমরত্ব কঠিন নীরব
'মনে পড়ে ?' এই ডাক কতকাল, কত শতাব্দীর
জলে ধুয়ে যায় স্মৃতি, কার জল, কোন্ জল
কবেকার উষ্ণ প্রস্রবণ
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ ।

অচেনা দেবতা

বৃক্ষের চূড়ায় তিনি পা দিলেন, একজন আগন্তুক
অচেনা দেবতা
খর রৌদ্র হেমবর্ণ, জামা পরা প্রজাপতি, কাঠবিড়ালীর ঘুম ভাঙে
প্রকৃতি নাম্নী যে নারী অকস্মাৎ কাঁপে তার আধো-জাগা বুক
কিছু কিছু পুরুষেরা সবুজ চেনে না তাই অরণ্যের নীলে
দেবতাটি চোখ মুখ প্রক্ষালন করে নেন, তাঁর ভালো লাগে ।
একজন অচেনা দেবতা এসে স্পর্শ-ধন্য করে যান
পৃথিবীর নীল রমণীকে ।

তিনটি অনুভব

মানুষের মুক্তি চাই, মুক্তিও মানুষকে খুঁজছে
যেমন শ্রদ্ধা খোঁজে শ্রদ্ধেয়কে, প্রেম খোঁজে প্রেমিককে
আর মমতা এখনো খুঁজে খুঁজে মরছে,
কারুকে পায়নি

সে এসেছিল, দেখা হলো না, ফিরে গেল

ঠিক সে-সময়, সেই মুহূর্তে, আয়ুর বিন্দু
আমি গেলাম, দেখা হলো না, ফিরে এলাম।

তোমার শরীরের উত্তাপ
আমার শরীরের উত্তাপ
এইভাবে সবকিছু পুণ্যময় হলো
আমরা স্বর্গ থেকে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাবো।

শূন্যে বাজে

শূন্যে বাজে পাগল ডমরু
গেল দিন, সবুজ দ্বীপের প্রিয় দিন
নতুন পথের শেষ অনিত্যে বিলীন
অন্যমনস্কতা মাখা মরু
এই আলো, ছুটে যায় ছায়ার হরিণ
এই ছায়া, অনিকেত তরু
গেল দিন, সবুজ দ্বীপের প্রিয় দিন
শূন্যে বাজে পাগল ডমরু !

ঝড়

ঝড়ের ঝাপটায় উল্টে গেল একটি ঘুঘু পাখি
সে ঝড়কে ডেকেছিল
ঝড়ের ভালোবাসায় জেলেদের গ্রামটিতে আছড়ে পড়লো সমুদ্র
সমুদ্র ঝড়কে ডাকে
পার্কের পাথরের মূর্তি অন্ধকারে দু'হাত তোলে
শুকনো পাতারা জাড়ো হয় তার পায়ের কাছে
কানাকড়ির মতন পথের শিশুরা এদিক ওদিক দৌড়ে যায়
মাটি কাঁপে, মাটি কাঁপে
মাটি ফিসফিস করে কথা বলে, ঘুমন্ত ভিখারিণীটি শোনে
ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অভিভূত কীট
কেউ বাজায় না, তবু বেজে ওঠে বাঁশি

রবীন্দ্রনাথের ছবি ঝনঝন করে ছিটকে পড়ে মোজাইক মেঝেতে
তিনি ঝড়ের গান গেয়েছিলেন !